নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য উপস্থাপন এবং অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে

সংবাদ সম্মেলন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ ডিসেম্বর, ২০১৬)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত তফসিল আনুযায়ী আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তফসিল অনুযায়ী ইতোমধ্যেই মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মেয়র পদে মোট ৯ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১৭৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন, মোট ২২৩ জন মনোনয়ন পত্র দাখিল করলেও, মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে ১৫৬ জন এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন, মোট ২০১জন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে ৩৮ জন নারী প্রার্থী ছাড়াও ২ ও ৭ নং ওয়ার্ডে ১ জন করে অর্থাৎ আরও ২ জন নারী সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমরা জানি যে, নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে ৭ ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সাথে রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরতে চাই। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী ধরনের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সে সম্পর্কে ভোটাররা ধারণা পাবেন এবং ভোটারদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। একইসঙ্গে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগেও আগ্রহী হবেন ভোটাররা।

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে চূড়ান্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র, সাধারণ আসনের কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের বিশ্লেষণকৃত তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ	মোট	মন্তব্য
মেয়র	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	স্ত্র ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	স্লস্প্ল ৬০.৮৯%	স্থস্ম ১১.৫৩%	২০ ১২.৮২%	স্থস্ফ ১০.২৫%	স্প ১.৯২%	স্প্র ২.৫৬%	১৫৬ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	স্নস্প্র ৬৩.১৫%	স্প্ল ১৩.১৫%	স্প ৭.৮৯%	স্প্ল ১৩.১৫%	স্থ ২.৬৩%	স্ত্র ০%	৩৮ ১০০%	
সর্বমোট	১২০ ৫৯.৭০%	২৪ ১১.৯৪%	২৩ ১১.৪৪%	২৩ ১১.৪৪%	৭ ৩.৪৮%	৪ ১.৯৯%	২০১ ১০০%	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর ও ২ জনের (২৮.৫৭%) স্নাতক। বাকী ২ জনের মধ্যে ১ জন (১৪.২৮%) এসএসসি'র নীচে এবং ১ জন (১৪.২৮%) এসএসসি ৢাতকোত্তর পর্যায়ের ৩ জনের মধ্যে দুই জনের সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, কেননা তারা কওমী মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ। উল্লেখ্য, মাও মো: মাছুম বিল্লাহ শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'দাওরা' এবং মুফতী এজহারুল হক শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'মুফতী (কওমী)' উল্লেখ করেছেন।

- মোট ২৭টি সাধারণ ওয়ার্ডের ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৯৫ জনের (৬০.৮৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে। ১৮ জনের (১১.৫৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ২০ (১২.৮২%) জনের এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৬ (১০.২৫%) ও ৩ জন (১.৯২%)।

- মোট ৯টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডের ৩৮ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে এসএসসি'র গণ্ডি অতিক্রম না করা প্রার্থীর সংখ্যা ২৪ জন (৬৩.১৫%) । ৫ (১৩.১৫%) জনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এবং ৩ (৭.৮৯%) জনের এইচএসসি। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫ (১৩.১৫%) ও ১ জন (২.৬৩%)।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে সিংহভাগের শিক্ষাগত যোগ্যতাই (১৪৪ জন বা ৭১.৬৪%) এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ৩০ জন (১৪.৯২%)। শতকরা ৫৯.৭০% (১২০ জন) প্রার্থী বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করেননি। ৪ জন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘর পূরণ করেননি। তাদেরসহ হিসাব করলে বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনোর হার দাঁড়ায় ৬১.৬৯% (১২৪ জন)।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	স্প ১.৯২%	স্থস্প্র ৯০.৩৮%	স্প্র ২.৫৬%	স্থ ০.৬৪%	স্থ ০.৬৪%	স্ন ১.২৮%	স্প্র ২.৫৬%	স্থস্প্ল ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	০ ০%	স্থস্ফ্র ৪৪.৭৩%	স্প ৭.৮৯%	০ ০%	স্থস্প্ল ৩৯.৪৭%	স্থ ২.৬৩%	স্ন ৫.২৬%	৩৮ ১০০%	
সর্বমোট	৩ ১.৪৯%	১৬১ ৮০.০৯%	৮ ৩.৯৮%	৩ ১.৪৯%	১৬ ৭.৯৬%	৪ ১.৯৯%	৬ ২.৯৮%	২০১ ১০০%	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (৪২.৮৫%) ব্যবসায়ী, ২ জন (২৮.৫৭%) আইনজীবি, ১ জন (১৪.২৮%) চিকিৎসক এবং ১ জন (১৪.২৮%) চাকুরীজীবি।
- ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর দশ ভাগের নয় ভাগেরও অধিক (১৪১ জন বা ৯০.৩৮%) পেশায় ব্যবসায়ী। চাকুরী ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত আছেন যথাক্রমে ৪ ((২.৫৬%) ও ৩ জন (১.৯২%)। ১জন (০.৬৪%) আইনজীবিও রয়েছেন।
- ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যকের (১৭ জন বা ৪৪.৭৩%) পেশা ব্যবসা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (১৫ জন বা ৩৯.৪৭%) গৃহিনী। ৩ জন (৭.৮৯%) চাকুরীজীবিও রয়েছেন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে শতকরা ৮০.০৯% ভাগই (১৬১ জন) ব্যবসায়ী।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই হার অন্যান্য নির্বাচনের তুলনায় বরং বেশি।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	২ ২৮.৫৭%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৪২ ২৬.৯২%	৪৩ ২৭.৫৬%	৭ ৪.৪৮%	৯ ৫.৭৬%	২০ ১২.৮২%	২ ১.২৮%	১৫৬ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	২ ৫.২৬%	৩ ৭.৮৯%	০ ০%	০ ০%	১ ২.৬৩%	০ ০%	৩৮ ১০০%	
সর্বমোট	৪৬ ২২.৮৮%	৪৮ ২৩.৮৮%	৭ ৩.৪৮%	৯ ৪.৪৭%	২৩ ১১.৪৪%	২ ০.৯৯%	২০১ ১০০%	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ফৌজদারি মামলা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ২ জন (২৮.৫৭%)। এড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইল ও মো: সাখাওয়াত হোসেন খানের বিরুদ্ধে বর্তমানে ২টি করে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা ছিল যথাক্রমে ৪টি ও ২টি করে। অন্য ৫ জন মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীত বা বর্তমানে মামলা সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জনের (২৬.৯২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৩ জনের (২৭.৫৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২০ জনের (১২.৮২%) উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (৪.৪৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৯ জনের (৫.৭৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২ জনের (১.২৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের প্রার্থীর মধ্যে ২ জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের (৭.৮৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের (২.৬৩%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জনের (২২.৮৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৪৮ জনের (২৩.৮৮%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২৩ জনের (১১.৪৪%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৭ জনের (৩.৪৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৯ জনের বিরুদ্ধে (৪.৪৭%) অতীতে এবং ২ জনের (০.৯৯%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
মেয়র	০ ০%	৫ ৭১.৪২%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	১৭ ১০.৮৯%	১০৬ ৬৭.৯৪%	২৭ ১৭.৩০%	১ ০.৬৪%	১ ০.৬৪%	০ ০%	৪ ২.৫৬%	১৫৬ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	স্ফ ১৫.৭৮%	স্নস্প্ল ৬৫.৭৮%	স্ন ৫.২৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	স্প্ল ১৩.১৫%	৩৮ ১০০%	
সর্বমোট	২৩ ১১.৪৪%	১৩৬ ৬৭.৬৬%	৩১ ১৫.৪২%	১ ০.৪৯%	১ ০.৪৯%	০ ০%	৯ ৪.৪৭%	২০০ ১০০%	

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকার নীচে আয় করেন ৫ জন (৭১.৪২%) এবং ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (২৮.৫৭%)। জনাব সেলিনা হায়াৎ আইভীর বার্ষিক আয় ১১, ৩৪০০০.০০ টাকা এবং জনাব সাখাওয়াত হোসেন খানের ৮,৬৯,১০০.০০ টাকা। উল্লেখ্য, জনাব সেলিনা হায়াৎ আইভী পেশার ঘরে 'চিকিৎসক' উল্লেখ করলেও, তাঁর আয়ের উৎস হচ্ছে জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত বেতন-ভাতা।

- ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১২৩ জন (৭৮.৮৪%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৬৪%) এবং ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (০.৬৪%) প্রার্থী। তাঁরা হচ্ছেন, ৬ নং ওয়ার্ডের জনাব সিরাজুল ইসলাম (২৬, ৫১, ৩৯৮.০০ টাকা) এবং ৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী জনাব জাহাঙ্গীর আলম (৬০,০০,০০০.০০ টাকা)।

- ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে চার পঞ্চমাংশেরই (৩১ জন বা ৮১.৫৭%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার নীচে। ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ২ জন (৫.২৬%)। তারা হচ্ছেন, সংরক্ষিত ৬ নং ওয়ার্ডের জনাব আফসানা আফরোজ (৬,০৩,০০০.০০ টাকা) এবং একই ওয়ার্ডের জনাব ফারজানা হক (৫,২০,০০০.০০ টাকা)।

- তিনটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৫৯ জনের (৭৯.১০%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ২ জনের (০.৪৯%) ২৫ লক্ষ টাকার অধিক। উল্লেখ্য, মোট ৯ জন (৮.৪৯%) প্রার্থীর আয়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; যার মধ্যে সংরক্ষিত আসনের ৫ জন।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
মেয়র	৩ ৪২.৮৫%	২ ২৮.৪৭%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	
কাউন্সিলর	৯৮ ৬২.৮২%	৪০ ২৫.৬৪%	৬ ৩.৮৪%	১ ০.৬৪%	৪ ২.৫৬%	০ ০%	৭ ৪.৪৮%	১৫৬ ১০০%	
মহিলা কাউন্সিলর	স্নস্প্ল ৭৬.৩১%	স্ফ্র ১৮.৪২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	স্ন ৫.২৬%	৩৮ ১০০%	
সর্বমোট	১৩০ ৬৪.৬৭%	৪৯ ২৪.৩৭%	৭ ৩.৪৮%	২ ০.৯৯%	৪ ১.৯৯%	০ ০%	৯ ৪.৪৭%	২০১ ১০০%	

- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে সম্পদের হিসাব তুলে ধরলাম।

- মোট ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৩ জনের (৪২.৮৫%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার নীচে, ২ জনের (২৮.৪৭%) ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে, ১জনের (১৪.২৮%) ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ১ জনের ৫০ লক্ষ টাকার অধিক। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্পদ জনাব সাখাওয়াত হোসেন খানের (৭৪,৪৫,৬৫৯.০০ টাকা)।

- ১৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশই (৯৮ জন অথবা ৬২.৮২%) স্বল্প সম্পদের অর্থাৎ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের সম্পদের মালিক। ৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থীর কোটির টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে। তারা হচ্ছেন, ১ নং ওয়ার্ডের হাজী মো: আনোয়ার ইসলাম (৩,১১,০০,৪৬০.০০টাকা), ৫ নং ওয়ার্ডে জনাব গোলাম মুহাম্মদ সাদরিল (২,৫৬,৩৭,৩৭৮.০০ টাকা) ও গোলাম মুহাম্মদ কায়সার (২,৫২,৩৫,০০৫.০০) এবং ১১ নং ওয়ার্ডের জনাব অহিদুল ইসলাম (১,২২,৮৪,৩৭০.০০)।
- ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ২৯ জনের (৭৩.৩১%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩০ জনই (৬৪.৬৭%) ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটিপতি রয়েছেন মোট ৪ জন (১.৯৯%) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা
মেয়র	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%
কাউন্সিলর	২ ১.২৮%	৫ ৩.২০%	৩ ১.৯২%	২ ১.২৮%	৩ ১.৯২%	০ ০%	১৫৬ ১০০%	১৫ ৯.৬১%
মহিলা কাউন্সিলর	১ ২.৬৩%	১ ২.৬৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৮ ১০০%	২ ৫.২৬%
সর্বমোট	৩ ১.৪৯%	৭ ৩.৪৮%	৩ ১.৪৯%	২ ০.৯৯%	৩ ১.৪৯%	০ ০%	২০১ ১০০%	১৮ ৮.৯৫%

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র এড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইলের ৫,৮১,০৮২ টাকা ঋণ রয়েছে।
- সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ১৫ জন (৯.৬১%) এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র ২ জন (৫.২৬%) ঋণ গ্রহীতা। সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা মাত্র ১৮ জন (৮.৯৫%)।
- মোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩ জন (২.০৯%) কাউন্সিলর প্রার্থীর কোটি টাকার উপরে ঋণ রয়েছে। তারা হচ্ছেন, ২ নং ওয়ার্ডের জনাব সোহরাব হোসেন (২, ৬০,০০,০০০.০০ টাকা), ৫ নং ওয়ার্ডের জনাব গোলাম মুহাম্মদ কায়সার (১,৪২,০৯,৪৮৪.০০ টাকা) এবং ৬ নং ওয়ার্ডের জনাব সিরাজুল ইসলাম (১,২৯,২৮,৪৩২.০০ টাকা)।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
মেয়র	৫ ৭১.৪২%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৭ ১০০%	৭ ১০০%
কাউন্সিলর	৭৫ ৪৮.০৭%	৮ ৫.১২%	১৫ ৯.৬১%	৪ ২.৫৬%	৮ ৫.১২%	১ ০.৬৪%	১ ০.৬৪%	১৫৬ ১০০%	১১২ ৭১.৭৯%
মহিলা কাউন্সিলর	২৬ ৬৮.৪২%	২ ৫.২৬%	১ ২.৬৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩৮ ১০০%	২৯ ৭৬.৩১%
সর্বমোট	১০৬ ৫২.৭৩%	১০ ৪.৯৭%	১৮ ৮.৯৫%	৪ ১.৯৯%	৮ ৩.৯৮%	১ ০.৪৯%	১ ০.৪৯%	২০১ ১০০%	১৪৮ ৭৩.৬৩%

- ৭ জন মেয়র প্রার্থীর সকলেই (১০০%) করদাতা। এর মধ্যে ৫ জন (৭১.৪২%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম। মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে সবোর্চ্চ কর প্রদানকারী ২ জন হচ্ছেন, জনাব সাখাওয়াত হোসেন খান (২৮,৩৬০.০০ টাকা) এবং জনাব সেলিনা হায়াৎ আইভী (২৩,৪০০.০০ টাকা)।
- ১৫৬ জন সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে ১১২ জন (৭১.৭৯%) করদাতা। ১১২ জন কর দাতার মধ্যে ৭৫ জন (৬৬.৯৬%) কর প্রদান করে ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ১০ জন (৮.৯২%)। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী হচ্ছেন ৭ নং ওয়ার্ডের জনাব হুমায়ূন কবির। তিনি সর্বশেষ অর্থবছরে ১৬,৮২,৩৭৭.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- ৩৮ জন সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে মধ্যে ২৯ জন (৭৬.৩১%) করদাতা। এই ২৯ জনের ২৬ জনই (৮৯.৬৫%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, সর্বমোট ২০১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪৮ জন (৭৩.৬৩%) কর প্রদান করেন। এই ১৪৮ জনের মধ্যে ১০৬ জন (৭১.৬২%) কর প্রদান করেন ৫ হাজার টাকার কম। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদানকারী ১০ জনই (৬.৭৫%) সাধারণ আসনের কাউন্সিলর প্রার্থী।
- একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

শুধুমাত্র ভোটারদের কাছে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য তুলে ধরে ভোটারদের প্রতি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানই নয়, আমাদের প্রত্যাশা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে, নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সমন্বিত প্রয়াসে নারায়ণগঞ্জ মহানগরবাসীকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন উপহার দেবেন।

কেননা, আমরা জানি যে, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক পন্থা, যার মাধ্যমে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে পারেন। কিন্তু সে নির্বাচন যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তবে তা শুধু প্রশ্নবিদ্ধই হবে না, জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলেও পরিগণিত হবে। তাই নির্বাচন পরিচালনার জন্য মূল দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এক অগ্নিপরীক্ষাও বটে। তবে এও ঠিক যে, একটি সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের একক প্রচেষ্টায় কখনোই সম্ভব নয়। একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও সমর্থক এবং ভোটারদেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তাই নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে জনগণের প্রত্যাশা ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে 'সুজন'-এর উদাত্ত আহ্বান:

- **সরকারের প্রতি:** সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন।
- **রাজনৈতিক দলের প্রতি:** নির্বাচনকে একটি প্রতিযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করুন। যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করুন। 'আমরা বিজয়ী হবোই' এই ধরনের বক্তব্য না দিয়ে, গণরায় মাথা পেতে নেয়ার ঘোষণা দিন।
- **নির্বাচন কমিশনের প্রতি:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রার্থীরা যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলেন, সে ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা পালন করুন। কালোটাকা ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করুন। কেউ নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রয়োজন অনুভূত হলে নির্বাচনের পূর্বেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করুন। হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নিয়মানুযায়ী লিফলেট আকারে ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করুন।
- **মাননীয় মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধির কথা মনে রেখে, নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।
- **সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি:** নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন। কোনো বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে বা কোনো দলের অনুগত হয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।
- **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি:** পক্ষপাতহীনভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করুন। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবিলম্বে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করুন এবং সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন।
- **গণমাধ্যমের প্রতি:** প্রার্থীদের সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহ ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরুন, যাতে ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিতে পারেন।

- **প্রার্থীদের প্রতি:** নির্বাচনী আচরণবিধি যথাযথভাবে মেনে চলুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে ভোট কেনা থেকে বিরত থাকুন। ভোটারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- **ভোটারদের প্রতি:** ভোট প্রদানকে গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব মনে করে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করুন। অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী, ঋণখেলাপী, বিলখেলাপী, ধর্মব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, কালোটাকার মালিক অর্থাৎ কোন অসৎ, অযোগ্য ও গণবিরোধী ব্যক্তিকে ভোট দেবেন না।

শুধুমাত্র প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা বা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানানোই নয়, আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিসমূহ হচ্ছে:

- প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান' আয়োজন করা। অনুষ্ঠানটি আগামী **১৭ ডিসেম্বর ২০১৬, শনিবার, বিকাল ৩টায়, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, নারায়ণগঞ্জে** অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে মেয়র প্রার্থীগণ তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরবেন এবং ভোটারগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন।
- সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তুলনামূলক চিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- প্রার্থীদের তথ্যসমূহের একত্রীকৃত চিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.votebd.org) সন্নিবেশন করবো।
- অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হবে।

পরিশেষে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচনের কথা মনে রেখে আমরা আশাবাদী হতে চাই। আমরা জানি যে, ২০১১ সালের ৩০ অক্টোবর এক চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাথে নিয়ে কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে নারায়ণগঞ্জবাসীকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিয়েছিল। বর্তমান নির্বাচন কমিশনও অতীতে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছিল। সম্ভবত এই কমিশনের জন্য সরাসরি সাধারণ জনগণের ভোটে এটিই সর্বশেষ নির্বাচন। আমাদের প্রত্যাশা নির্বাচন কমিশন তাঁদের এই শেষ কর্মযজ্ঞটি দায়িত্বশীলতা, কঠোরতা ও সাহসিকতার সাথে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।